দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19 JUL 1986 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ কলাম ... ১ ...

054

শিক্ষকদের বোনাফিটের টাকা

দেশের বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির আর্থিক অবস্থা কোনদিনই খুব ভাল ছিল না। অধিকাংশ বিদ্যালয়ই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলত। শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন হত না। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই বিদ্যালয়গুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 'ইকনমিক বোনাফিট' নামে চালু করা হয় শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর অর্থনৈতিক সাহায্যদানের প্রকল্প। এই 'ইকনমিক বোনাফিট' শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন হিসেবেই বিদ্যালয়গুলিকে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এই ইকনমিক বোনাফিটই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রধান আয়ের সূত্র। ইকনমিক বোনাফিট বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ অর্থ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দিয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বেতন কাঠামোও নির্ধারণ করেছিলেন। কথা ছিল এই বেতনের একটি অংশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেবেন, বাদবাকী স্থানীয়ভাবে ছাত্রদের বেতন ও অন্যান্য খাতে জোগাড় হবে। কিন্তু তা হয়নি। বলতে গেলে, ইকনমিক বোনাফিটই তাদের একমাত্র বেতন।

এই ইকনমিক বোনাফিট নিয়ে অনেক কথা আছে। এই ইকনমিক বোনাফিট সাধারণত বছরে চার কিস্তিতে দেয়া হয়। প্রতি তিন মাস অন্তর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ব্যাংক থেকে এই বোনাফিট তুলতে হয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে এই বোনাফিটের জন্য অপেক্ষা করতে করতে দিনের পর দিন কাটে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। কাগজে মান্থলি পে-অর্ডার লেখা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সেটা থ্রি মান্থলি পে-অর্ডার। অভিযোগ আছে, গত রমজানের ঈদের পূর্বে কোন কোন বেসরকারী শিক্ষক তাদের চতুর্থ কিস্তির টাকা পাননি। ইতিমধ্যে আরেকটি ঈদ এসে গেছে। বেসরকারী শিক্ষকদের প্রার্থনা হচ্ছে আগস্ট মাসে ঈদ-উল-আজহার আগেই যেন এই বোনাফিট প্রতি মাসে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

এ সঙ্গে তাদের আরেকটি আবেদন আছে ব্যাংক সম্পর্কে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের কয়েকটি অঞ্চলের জন্য ব্যাংক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ নির্দিষ্ট ব্যাংক থেকেই ইকনমিক বোনাফিট তুলতে হবে। অথচ অনেক এলাকায় ওই নির্দিষ্ট ব্যাংক না থাকায় এক এলাকার শিক্ষকদের ইকনমিক বোনাফিটের জন্য বিভিন্ন এলাকায় যেতে হচ্ছে। যেকোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে টাকা তোলার সুবিধা থাকলে এই যাতায়াতের হাংগামা ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের হাত থেকে শিক্ষকরা রেহাই পেতেন।

আশা করব শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে সহৃদয় মনোভাব গ্রহণ করবেন। এবং কোরবানীর ঈদের পূর্বেই যাতে বোনাফিটের টাকা যথাস্থানে পৌঁছায় তার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন।